JUL. 25 1999

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL. 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র-ছাত্রীদের দিনব্যাপী অনশন

রংপুরে প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ঃ কাঁদানে গ্যাস রাবার বুলেট নিক্ষেপ

রংপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ অবশেষে রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবীকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সকালে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের

১৩ এর পাতায় দেখুন

রাবার বুলেট নিক্ষেপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে জনসভার পূর্বনির্ধারিত স্থান বাতিল করে নতুন স্থানে জনসভা করা হয়। তা সত্ত্বেও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাসে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস এবং রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।

রংপুরবাসীর দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবী কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার। এই দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা রংপুরের এক জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিলেন তার দল ক্ষমতায় গেলে কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দেবে। এর পর গত '৯৬-এর নির্বাচনে তার দল ক্ষমতায় এলে তিনি রংপুরে জেলা স্কুল মাঠে আবার এক জনসভায় ঘোষণা দেন, রংপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে। তার এই ঘোষণায় রংপুরবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তারা দাবী জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু গত ৩/৪ দিন থেকে প্রচারণা চালানো হয় যে, প্রধানমন্ত্রী কারমাইকেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং শেষে কলেজিয়েট স্কুল মাঠে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। এতে করে রংপুরবাসীর মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ছাত্র/ছাত্রীরা জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে এবং ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। এ অবস্থায় প্রশাসন বিপাকে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নিয়ে। তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, জনসভা জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সে মোতাবেক শুক্রবার বিকেল থেকে প্রচারণা চালানো হয়। এদিকে গতকাল (শনিবার) সকালে কারমাইকেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে প্রধানমন্ত্রী যখন গাড়ীতে ওঠেন ঠিক তখনি ঘটে চরম বিশৃঙ্খলা। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা এলোপাতাড়ি ঢিল ছুঁড়তে থাকে গাড়ীর বহরে এবং ২০/২৫টি গাড়ী ভাঙচুর করে। এ অবস্থায় পুলিশের সাথে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াও ঘটে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্র/জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জসহ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস এবং রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। তবে তৎক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী ক্যাম্পাসের বাইরের চলে যায়।

এদিকে, রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীকে উপেক্ষা করে কারমাইকেল কলেজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিষয়ে রংপুরে বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী সকাল ১০টার দিকে হেলিকপ্টারে করে রংপুরে পৌঁছানোর পর বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবীতে কারমাইকেল কলেজসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা রংপুর প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন করে।